উত্তরার সিকিউরিটি গার্ড হত্যা ও নারী অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার ১

উত্তরা (পূর্ব) থানার ৪ নং সেক্টরে সিকিউরিটি গার্ড লিয়াকত হোসেন লিটন (৩৮) কে গুলি করে হত্যা ও জনৈক নারী অপহরণের ঘটনায় সরাসরি জড়িত অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ০১ জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতের নাম মোঃ সোহেল রানা ওরফে সোহেল (২৯)। তাকে গত ০৯/০৯/২০১৪ খ্রি. দিবাগত রাত ০৯.০০ টায় রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

 প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় যে, তাদের দলনেতা ছিল শফিক ওরফে আপন। শফিক ওরফে আপন, রনি, শিমুল, আলামিন ও সে একত্রে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাদা রংয়ের এফ প্রিমিও গাড়িতে ছিনতাই করে। সে আরও জানায় যে, গত ০৩/০৭/২০১৪ খ্রি. রাত আনুমানিক ০৯.৩০ টায় তার সহযোগী রনি তাকে মোবাইলে ফোন করে কুড়িল বিশ্বরোড ফ্লাইওভারের গোড়ায় যেতে বলে। সেখানে গিয়ে সে প্রাইভেট কারে শফিক ওরফে আপন, রনি, শিমুল ও আলামিনকে দেখতে পায়। তারপর তারা একত্রে এফ প্রিমিও প্রাইভেট কার যোগে প্রথমে গুলশান এলাকায় ছিনতাই এর উদ্দেশ্যে যায় এবং সেখানে একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলে এবং সাংবাদিক পরিচয় দিলে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে তারা উত্তরা এলাকায় ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে যায়। তারা উত্তরা পূর্ব থানাধীন ৪নং সেক্টর এলাকায় একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামায়। তারা জোরপূর্বক ওই মেয়েটিকে গাড়িতে তোলার চেষ্টাকালে প্রতিরোধে কিছু লোক এগিয়ে আসে। তখন তাদের সহযোগী শফিক ওরফে আপন গুলি করে। অন্য একজন প্রতিরোধকারীকে সে নিজে চাঁপাতি দিয়ে আঘাত করে মেয়েটিকে নিয়ে গাজীপুরের কালিগঞ্জের দিকে নিয়ে যায়।

 তাদের দলনেতা আপন মেয়েটিকে গাড়ির মধ্যেই মেয়েটিকে শারীরিক নির্যাতন করে এবং অন্যরা পাহাড়া দেয় মর্মে জানায়। পরের দিন ভোর বেলা তারা মেয়েটিকে উত্তরা এলাকায় নামিয়ে দিয়ে যায়। উল্লেখ্য, উক্ত অপহরণ প্রাক্কালে আপনের গুলির আঘাতে উত্তরা ৪নং সেক্টরের ৩নং রোডের ৬ নম্বর বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড মোঃ লিয়াকত হোসেন লিটন নিহত হয়।

সোহেল আরও জানায় যে, তাদের দলনেতা আপন ১৭/০৭/২০১৪ খ্রি. দিবাগত রাতে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি কালে হাতিরঝিল এলাকায় ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যায়। সে এবং অন্যান্য সহযোগীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

 ডিবি পুলিশ হাতিরঝিল ঘটনাস্থল থেকে ১টি পিস্তল ২ রাউন্ড তাজা গুলি, ৩ রাউন্ড গুলির খোসা ও ৩টি মোবাইল এবং ছিনতাই এর কাজে ব্যবহৃত একটি সাদা রং এর প্রিমিও প্রাইভেট কার উদ্ধার করে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ এর অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ আব্দুল আহাদ ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এস এম নাজমুল হক এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।